



115954 - পরপর গর্ভধারণে প্রক্ষেপিতে চল্লিশি দিনের আগে ভ্রূণ নষ্ট করার হুকুম

প্রশ্ন

জনকৈ নারী দ্বিতীয় সপ্তাহ বা তৃতীয় সপ্তাহই পরীক্ষা করে জেনেছেন যে, তিনি গর্ভবতী। এ সময় তিনি চার মাসের বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। তার জন্যে কি গর্ভপাত করা জায়গে হবে; যহেতে এ গর্ভের কারণে তার ক্ষতি হবে (চার মাসের মাথায় গর্ভধারণ)। এবং দুগ্ধপানকালীন সময়ে তার সন্তানরেও ক্ষতি হবে। যহেতে সে নারী গর্ভধারণকালীন সময়ে দুগ্ধপান বন্ধ রাখতে বাধ্য হবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

চল্লিশি দিনের পূর্বে গর্ভপাত করার হুকুম নিয়ে ফকিহবদি আলমেগণ মতভদে করছেন। একদল হানাফিও শাফয়ে মাযহাবের আলমেদেরে অভিমিত হচ্ছ: এটি জায়গে এবং এটি হাম্বলি মাযহাবেরে অভিমিত।

ইবনুল হুমাম (রহঃ) ‘ফাতহুল কাদির’ গ্রন্থে (৩/৪০১) বলেন: ‘গর্ভধারণ করার পর কি গর্ভপাত করা বধৈ? আকৃতি তরৌ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বধৈ। এরপর তারা (আলমেরা) একাধিক স্থানে বলছেন যে: ১২০ দিন এর আগে আকৃতি হয় না। এ কথার দাবী হলো: তারা আকৃতি তরৌ দ্বারা রূহ ফুক্কে দয়োক্কে বুঝিয়েছেন। অন্যথায় এটি ভুল কথা। কারণ সচক্ষ্ণ দেখোর মাধ্যমে প্রতর্ষিঠতি য়ে, এই সময়েরে পূর্ববহৈ আকৃতি হয়়ে যায়।’[সমাপ্ত]

আর-রামলী ‘নহিয়াতুল মুহতাজ’ গ্রন্থে (৮/৪৪৩) বলেন: “অগ্রগণ্য হলো রূহ ফুক্কে দয়োর পর শরতহীনভাবে তা হারাম। আর রূহ ফুক্কে দয়োর পূর্ববে জায়গে।”

ক্বালয়ুবী এর পার্শ্বটীকাতে (৪/১৬০) বলা হয়ছে: “রূহ ফুক্কে দয়োর পূর্ববে তা (ভ্রূণ) ফলে দয়ো জায়গে; এমনকি ঔষধ ব্যবহারেরে মাধ্যমে হলোও। তবে গাজালীর দ্বমিত রয়ছে।”

আল-মরিদাওয়ী ‘আল-ইনসাফ’ গ্রন্থে (১/৩৮৬) বলেন: “ভ্রূণ ফলে দয়োর জন্য ঔষধ সবেন করা জায়গে। আল-ওয়াজযি গ্রন্থে এটি উল্লেখ করা হয়ছে এবং আল-ফুরু গ্রন্থে এটীকে প্রাধান্য দয়ো হয়ছে। ইবনুল জাওয়যি ‘আহকামুন নসি’ গ্রন্থে বলেন: ‘তা হারাম’। আল-ফুরু গ্রন্থে বলছেন: আল-ফুনুন গ্রন্থে ইবনে আকীলেরে বক্তব্যেরে প্রতর্ষক্ষ মরম হচ্ছ: রূহ ফুক্কে



দায়ের পূর্ববে ফলে দয়া জায়যে। তিনি বলনে: এ কথার পক্ষযে যুক্তি রয়ছে।”[সমাপ্ত]

ইবনে রজব হাম্বলি ‘জামউেল উলুমি ওয়াল হকিম’ গ্রন্থে বলনে: রফিআ বনি রাফে’ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলনে: ‘আমার কাছে উমর (রাঃ), আলী (রাঃ), সাদ (রাঃ) এবং একদল সাহাবী বসা ছিলে। তখন তারা ‘আযল’ (যটোনাঙগরে বাহরি বীর্যপাত) নিয়ে আলোচনা করলনে এবং বললনে: এতে কোন আপত্তি নাই। তখন এক লোক বলল: তারা দাবী করে যে, এটি কণ্যাশশিকু জীবন্ত কবর দায়ের লঘু রূপ। তখন আলী (রাঃ) বললনে: এটি কণ্যাশশিকু জীবন্ত কবর দয়া হবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না সাতটি ধাপ অতিক্রম না করে: মাটির নর্যাস, তারপর শূকরাণুতে পরণিত হওয়া, তারপর জমাট বাঁধা, তারপর গশতরে টুকরায় পরণিত হওয়া, তারপর হাড্ডিতে পরণিত হওয়া, এরপর গশততে পরণিত হওয়া, এরপর স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি হওয়া। তখন উমর (রাঃ) বললনে: আপনি সত্য বলছেন; আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। [এটি দারা কুতনী ‘আল-মুতালফি ওয়াল মুখতালফি’ গ্রন্থে বর্ণনা করছেন]

এরপর ইবনে রজব বলনে: আমাদের আলমেগণ স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করছেন যে, জমাট বাঁধা রক্ত হয়ে যাওয়ার পর কোন নারীর জন্ম গর্ভপাত করা নাজায়যে। কেননা তখন সটে শিশু হওয়া শুরু হয়ে গেছে। ভ্রূণ অবস্থায় থাকাটি এর বিপরীত। যহেতে তখনও সটে শিশু হওয়া শুরু হয়নি। [সমাপ্ত]

মালকে মাযহাবরে মতে, সাধারণভাবে এটি নাজায়যে। এটি কিছু হানাফি, কিছু শাফয়ি ও কিছু হাম্বলী আলমেরেও বক্তব্য। আল-দরিদী ‘আল-শারহুল কাবীর’ গ্রন্থে (২/২৬৬) বলনে: “গর্ভায়শরে অভ্যন্তরে স্থান করে নয়ো বীর্যকে বরে করা নাজায়যে; এমনকি সটো চল্লিশ দিনরে পূর্ববে হলও। আর যদি রূহ ফুকু দায়ের পরে হয় তাহলে তা ইজমার ভিত্তিতে (সর্বসম্মতক্রমে) হারাম।” [সমাপ্ত]

ফকাহবিদদের মধ্যে কটে কটে বধে হওয়ার জন্ম ওজরগ্রস্ত হওয়ার শর্তযুক্ত করছেন। [দখুন: আল-মাওসুআ আল-ফকহিয়্যা (২/৫৭)]

উচ্চ উলামা পরষিদরে সন্ধিত্তে এসছে:

- ১। যথায় শরয়ি কারণ ও সীমাবদ্ধ গণ্ডরি মধ্যে ছাড়া গর্ভস্থতি ভ্রূণ যে ধাপরে হোক না কেন সটো নষ্ট করা নাজায়যে।
- ২। যদি গর্ভস্থতি ভ্রূণটি প্রথম ধাপে থাকে; প্রথম ধাপ হলো চল্লিশ দিনরে সময়সীমায়; এবং গর্ভপাত করার মধ্যে কোন শরয়ি কল্যাণ থাকে কথিবা কোন ক্ষতি রোধকরণ থাকে তাহলে গর্ভপাত করা জায়যে হবো। পক্ষান্তরে এই সময়সীমার মধ্যে গর্ভপাতরে কারণ যদি হয় সন্তানদের প্রতাপালনরে কষ্ট কথিবা তাদের জীবিকা ও শক্কার ব্যয়ভার বহনরে ভয় কথিবা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশংকা কথিবা স্বামী-স্ত্রীর যে কয়জন সন্তান আছে তারাই যথেষ্ট এগুলো; তাহলে গর্ভপাত করা নাজায়যে।” [আল-ফাতাওয়া আল-জামআ’ (৩/১০৫৫) থেকে সমাপ্ত]



স্থায়ী কমটির ফতোয়াতে (২১/৪৫০) এসছে: “মূলবধিান হলো: কোন শরয়ি কারণ ছাড়া কোন নারীর গর্ভপাত করা নাজায়যে। যদি গর্ভস্থতি ভ্রূণটি বীর্যরে অবস্থায় থাকে; আর তা থাকে চল্লিশদিনি বা তার চয়েে কম সময়রে মধ্যে এবং সটে ফলেে দয়োর মধ্যে কোন শরয়ি কল্যাণ থাকে কথিবা মায়রে উপর থেকে সম্ভাব্য কোন ক্ষতি রোধ করার বিষয় থাকে; তাহলে এমতাবস্থায় সটে ফলেে দয়ো জায়যে আছে। তবে সন্তানদরে প্রতপালনরে কষ্ট, তাদরে ব্যয়ভার বহন বা প্রতপালনরে অক্ষমতা কথিবা য়ে কয়জন সন্তান আছে তারাই যথেষ্ট ইত্য়াদি অ-শরয়ি কারণগুলো এর মধ্যে পড়বে না।

আর যদি ভ্রূণরে বয়স চল্লিশ দিনি পার হয়ে যায় তাহলে সটে নিষ্ট করা হারাম। কেনো চল্লিশ দিনি পর সটে জমাট-বাঁধা রক্তে পরণিত হয়; যা মানবাক্তরি সূচনা। তাই এ স্তরে পৌঁছার পর বিশ্বস্ত কোন ডাক্তারদরে টীম ‘গর্ভধারণ চলমান রাখা মায়রে জীবনরে জন্য বপিদজনক ও চলমান রাখলে মায়রে জীবন বপিন্ন হতে পারে’ মরমে সদিধান্ত দয়ো ব্যতীত সটে নিষ্ট করা জায়যে নয়।”[সমাপ্ত]

প্রশ্ননে উল্লেখতি অবস্থার ক্ষত্রে যটে অগ্রগণ্য মত প্রতীয়মান হয় তা হলো: যদি এই গর্ভধারণ চালয়িে গেলে লাগাতর গর্ভধারণরে প্রক্ষতিে মায়রে শারীরকি ক্ষতির আশংকা হয় কথিবা দুগ্ধপায়ী সন্তানরে শারীরকি ক্ষতির আশংকা হয় তাহলে গর্ভপাত করতে কোন আপত্তি নই।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।